JAN. 29 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ .....

ভোরের কাগজ

চট্টগ্রামে প্রকাশ্য সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি পিন্টু কর্মীদের হাতে প্রহৃত

অবাঞ্ছিত ঘোষণা ❑ দুই গ্রুপে ধাওয়া-ধাওয়ি, গোলাগুলি

চট্টগ্রাম অফিস : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টু গতকাল রোববার বিকালে নগরীর মুরাদপুর এলাকায় ছাত্রদলের এক প্রকাশ্য সমাবেশে নগর ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ সময় ছাত্রদলের দুটি গ্রুপের মধ্যে প্রায় ১০ মিনিট ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ১০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। গুলিতে কেউ আহত না হলেও পিন্টুকে বাঁচাতে গিয়ে ছাত্রদলের দুই নেতা আহত হয়েছেন। এদিকে মহানগর ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের একাংশ পিন্টুকে চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১টি দেশী বন্দুক উদ্ধার করেছে।

জানা গেছে, গতকাল বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে পাঁচলাইশ থানা ছাত্রদলের উদ্যোগে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে মুরাদপুর মোড়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ছাত্রদল সভাপতি পিন্টু এতে উপস্থিত ছিলেন। ● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চট্টগ্রামে প্রকাশ্য সমাবেশে ছাত্রদল

● প্রথম পাতার পর

সমাবেশ চলাকালে নগর ছাত্রদলের প্রায় ৫০/৬০ জন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মী নগর ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসিন চৌধুরী লিটনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের স্লোগান দিতে দিতে সমাবেশে আসে। এতে মঞ্চে উপস্থিত নেতাকর্মী ও সমাবেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা পিন্টুর কাছে ইয়াসিন চৌধুরী লিটনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানালে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে, এ সময় পিন্টুকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করা হয় এবং তাকে শারীরিকভাবে কিল ঘুষিসহ প্রহার করা হয়। পিন্টুকে রক্ষার জন্য ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ আলী এবং নগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আর ইউ চৌধুরী শাহীন এগিয়ে গেলে তারাও মারধরের শিকার হন। ইতিমধ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। প্রায় ১০ রাউন্ড গুলির শব্দও শোনা যায়। এ সময় পুরো সমাবেশই পণ্ড হয়ে যায়। নগর ছাত্রদল নেতাকর্মীরা পিন্টুকে কোনোভাবে পুলিশের সহায়তায় তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়।

এ ঘটনার পর পরই মহানগর ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ গ্রুপটি নাসিমন ভবনে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে তারা মহানগর ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসিন চৌধুরী লিটনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে ভবিষ্যতে আর চট্টগ্রাম আসতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দেয়।

এদিকে নগর ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক টিংকু দাশ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই প্রতিবাদ সভায় নগর ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে নগর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক সাহেদ বক্স, প্রচার সম্পাদক কে এম সেলিম, দপ্তর সম্পাদক টিংকু দাশ, চ.বি. ছাত্রদলের সহসভাপতি আনোয়ারুল করিম হীরু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, মহানগর ছাত্রদলকে সুবিধাবাদী অছাত্র আওয়ামী লীগের দালাল চক্রের কবল থেকে রক্ষা করে শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিকদের নিয়ে চট্টগ্রামের মাটিতে 'ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকারের' পতন ঘটানো হবে।

অপরদিকে ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদিন পিন্টুর সমর্থিত মহানগর ছাত্রদলের গ্রুপের নেতাকর্মীরা এই ঘটনার জন্য 'সরকারি দালালদের'কে অভিযুক্ত করেছে। উভয় গ্রুপই পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে মহানগর ছাত্রদলে তীব্র কোন্দল চলে আসছে। মহানগর বিএনপির কোন্দলের মতোই ছাত্রদলের কোন্দল তীব্র আকার ধারণ করেছে। গতকালই শুধু মহানগর ছাত্রদলের সংঘর্ষ হয়নি, গত শনিবারও বিপিসি রেস্ট হাউজে নাসিরউদ্দিন পিন্টুর উপস্থিতিতেই নগর ছত্রদলের দুটি গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে।

গতকাল রোববার এ ঘটনার পরপরই ছাত্রদল সভাপতি পিন্টু চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যান।